দৈনিক বাংলা

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 15 FEB 1989
পৃষ্ঠা 1 কলাম 5

কারচুপির অভিযোগ ভিত্তিহীনঃ ভার্সিটি শিক্ষক সমিতি

(স্টাফ রিপোর্টার)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি শিক্ষকদের বিরুদ্ধে 'নির্বাচন ও ভোট গণনায় কারচুপির' অভিযোগ প্রত্যাহার করে সংবাদপত্রের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের কাছে ক্ষমা চাওয়ার জন্যে বিএনপি চেয়ারম্যান বেগম খালেদা জিয়ার প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।

শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ডক্টর এম.এ মান্নান গতকাল বিকালে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁর লিখিত বিবৃতিতে এই আহ্বান জানান। তিনি বলেন, বিএনপি চেয়ারম্যান 'কল্পনার রাজ্য থেকে আজগুবি খবর আহরণ করে ভিত্তিহীন অভিযোগ এনে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের হেয় করার প্রয়াসে লিপ্ত হয়েছেন।' সমিতির মতে তার 'দায়িত্বজ্ঞানহীন' উক্তি ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসের ইন্ধন জোগাচ্ছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি ডক্টর মনিরুজ্জামান সাংবাদিক সম্মেলনে বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন। সমিতির কার্যকরী পরিষদের অন্যান্য কর্মকর্তা ও সদস্যরা সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

শিক্ষক সমিতি

(১ম পৃঃ পর)

বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি ও তা অব্যাহত রাখার জন্য সরকারসহ সকল মহলের প্রতি আহ্বান জানিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে বলা হয়ঃ শিক্ষকদের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করার যে-কোন অপপ্রয়াস দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিহত করা হবে।

ডাকসু ও হল সংসদগুলির নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাসের উল্লেখ করে শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদকের বিবৃতিতে জানান হয়, নির্বাচনের দিন কোন ছাত্র সংগঠনই ভোটে কারচুপি হচ্ছে বলে কোন অভিযোগ করেনি। অথচ ফল প্রকাশের পর পরই 'ভিত্তিহীন ও কল্পনাপ্রসূত' অভিযোগ এনে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল শিক্ষকদের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয় এবং একই সময় ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসী তৎপরতা শুরু হয় বলে শিক্ষক সমিতি অভিযোগ করেছে।

৯ই ফেব্রুয়ারী ক্যাম্পাসে সৃষ্ট সন্ত্রাসের নিন্দা ও দোষী ব্যক্তিদের কঠোর শাস্তি দাবী করে শিক্ষক সমিতি ছাত্রীদের ওপর হামলাকে হানাদার বাহিনীর নির্মমতার চেয়েও বেশি বলে বর্ণনা করেছে। মহসীন হলের প্রভোস্টের কার্যালয়ে গুলিবর্ষণ ও অগ্নিসংযোগ এবং রোকেয়া হলে হামলা চালিয়ে দুষ্কৃতকারীরা নজীরবিহীন অরাজকতা সৃষ্টি করে বলে শিক্ষক সমিতি উল্লেখ করেছে।

৯ই ফেব্রুয়ারী ছাত্রী মিছিলে হামলার ঘটনা ১৯৭৩ সালের একুশের রাতে ছাত্রী অপহরণের চেয়েও ভয়াবহ কিনা, একজন সাংবাদিকের এ প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষক সমিতির সভাপতি ডক্টর মনিরুজ্জামান বলেন, প্রকাশ্য দিবালোকে রাজপথে হামলাকে আমাদের কাছে বেশি পৈশাচিক মনে হয়েছে।

ছাত্রী মিছিলে হামলা ও মহসীন হলের প্রভোস্টের কক্ষে হামলা কি একই মহল করেছে— এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, কারা কোথায় হামলা করেছে আমরা তা বলিনি। তদন্ত কমিটি এটা উদঘাটন করবে।

ভাইস চান্সেলরের বিরুদ্ধে মহসীন হলের প্রভোস্টের অভিযোগের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে ডক্টর মনিরুজ্জামান বলেন, আমরা একমত যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তার নিরাপত্তা দিতে পারেনি।

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ যাতে ঐক্যবদ্ধ প্যানেল দিতে পারে, সেজন্যে ভাইস চান্সেলরের বাসভবনে বেশ কয়েকটি বৈঠক অনুষ্ঠানের ব্যাপারে মন্তব্য করতে অনুরোধ করা হলে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি বলেন, আমরা জানি না।

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের বিবৃতি এবং শিক্ষক সমিতির ইতিপূর্বে দেয়া একটি বিবৃতির মধ্যে সাদৃশ্য আছে বলে একজন সাংবাদিক মন্তব্য করলে ডক্টর মনিরুজ্জামান বলেন—সত্যি কথা এক হয়ে গেলে তাতে দোষ নেই।

মৌন মিছিল

ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস সৃষ্টি, হত্যাকান্ড এবং ছাত্রী মিছিলে হামলার প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি গতকাল সকালে কলাভবন প্রাঙ্গণ থেকে একটি মৌন মিছিল বের করে। মিছিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসাররাও যোগদান করেন।

মিছিলটি বিভিন্ন হল এলাকা, টিএসসি এবং কার্জন হল প্রদক্ষিণ করে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে গিয়ে শেষ হয়। মিছিলে 'ডাকসু নির্বাচন নিয়ে অপপ্রচার বন্ধ কর, ছাত্র-শিক্ষকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে, বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গন থেকে অস্ত্রধারীদের বিতাড়ন কর' ইত্যাদি লেখা প্ল্যাকার্ড বহন করা হয়।